## বাটারমিল্ক বিস্কিট ডে

বেকিং পাউডার বা বেকিং সোডা, বাটারমিল্ক দিয়ে এই বিশেষ ধরনের বিস্কুট তৈরি হয়। প্রতি বছর ১৪ মে বাটারমিল্ক বিস্কিট ডে উদযাপন করা হয়।



## কমছে দূষণের মাত্রা, শ্বাসকষ্টের রোগীরা ভালো আছেন অনেকটাই

# শিলিগুড়িতে আতঙ্কের মাঝেও বিশুদ্ধ বাতাস

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১৩ মে :** করোনা পরিস্থিতিতে যখন মনে ভিড় করছে আতঙ্ক, ঠিক সেসময়ই স্বস্তির শ্বাস দিচ্ছে বাতাস। রাজ্যে আংশিক লকডাউন জারি হতেই দূষণের মাত্রা ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। ফলে কমছে শ্বাসজনিত সমস্যা।

ক'দিন আগে পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহর যেখানে দূষণে দেশের অন্য বড় শহরগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত, সেখানে এখন দূষণ নেই বললেই চলে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বুধবার দূষণের মাত্রা (ইনডেক্স ভ্যালু) ছিল ৫৪ ও বৃহস্পতিবার তা ছিল ৫৭। যদিও শিলিগুড়ি শহরে অন্য সময় এই মাত্রা ২০০-র উপর থাকে।

চিকিৎসকরাই বলছেন, শহরে দূষণের মাত্রা অনেকটা কমে যাওয়ায় যাঁরা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তাঁরা এখন অনেকটাই ভালো আছেন। আগে প্রতিদিন যতজন শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে আসতেন, এখন তার সিকিভাগও আসছেন না। এটা একটা ভালো লক্ষণ।

শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে বায়ু দূষণ নিত্যসঙ্গী। কারণ এই শহরে প্রতিদিন যত সংখ্যক গাড়ি চলাচল করে তা উত্তরবঙ্গের আর কোনও শহরে করে না। অথচ শিলিগুড়িতে রাস্তাঘাট ২০ বছর আগে যা ছিল, এখনও তাই রয়েছে। এত গাড়ি রাস্তায় চলাচল করায় যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী। আর সেই যানজটেই কালো ধোঁয়ায় ঢাকে শহর। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে প্রতিদিন যত নির্মাণকাজ হয়, তাও অন্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি। সেখান থেকেও বায়ু দূষিত হয় রোজ।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সতর্ক হয়েছে রাজ্য। দোকানপাট খোলা রাখার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এমনিতেও আতঙ্কে লোক খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না। ফলে রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচলের সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে। সেই কারণে প্রাণ খুলে 'বিশুদ্ধ' বায়ু গ্রহণ করতে পারছেন শহরবাসী।

হাকিমপাড়ার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব মীনারানি চৌধুরীর বক্তব্য, 'মাসে দু'বার তো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই হত। দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছি। কিন্তু এখন অনেকটাই ভালো।' সুভাষপল্লির বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব তিমিরবরণ বসাক বলছেন, 'আমি সিওপিডির রোগী। নিয়মিত ওষুধ খাই। তাও সমস্যা কাটে না। তবে এখন অনেকটা ভালো আছি।'

চিকিৎসক ডাঃ শেখর চক্রবর্তীর কথায়, 'প্রচুর মানুষ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগেন। কিন্তু এখন এই রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কম। আসলে এখন যানবাহন চলাচলও বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া মানুষ রাস্তাতেও কম বের হচ্ছেন। সেই কারণে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা রোগীরা কিছুটা ভালো আছেন।'

ডাঃ দেবাশিস পাল বলেন, 'এটা ঠিক, এখন শ্বাসকষ্টে মানুষ কম ভুগছেন। এর অন্যতম কারণ আংশিক লকডাউনের ফলে রাস্তায় যানবাহন কম চলায় দূষণ ছড়াচ্ছে না। সেই কারণেই মানুষ অনেকটাই ভালো আছেন। আমাদের কাছে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে রোগীও কম আসছেন।'

আংশিক লকডাউনে শুনসান রাস্তাঘাট। – সংবাদচিত্র

## দলে টানতে বিশেষ অভিযান শাসকদলের

**জলপাইগুড়ি, ১৩ মে :** প্রতিবেশী শহর শিলিগুড়ির কায়দায় জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব পুরসভার বিদায়ি বোর্ডের বিরোধী কাউন্সিলারদের শাসকদলে যোগ দেওয়ার জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। অভিযানের অঙ্গস্বরূপ বৃহস্পতিবার শাসকদলের শীর্ষ নেতারা বামফ্রন্টের কাউন্সিলারদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বিশেষ বৈঠক করার অনুরোধ করেছেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিরোধী কংগ্রেস শিবিরের কাউন্সিলারদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কয়েক দফায় আলোচনা করেছেন।

এদিন বামফ্রন্টের এক কাউন্সিলার বলেন, 'আমাকে তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা টেলিফোন করে বৈঠক করার প্রস্তাব দিয়েছেন।' যদিও তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের কোনও প্রশ্ন নেই। বামফ্রন্টে আছি, বামফ্রন্টেই থাকব।'

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দুলাল দেবনাথ জানান, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক দলের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারা প্রাক্তন বিরোধী কাউন্সিলারদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আবেদন করেছেন। দুলালবাবু বলেন, 'সিপিএম এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বিজেপির সঙ্গে একমাত্র লড়াই করতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসই। প্রতিক্রিয়াশীল বিজেপিকে রুখতে তৃণমূলের হাতকে শক্ত করার উদ্দেশে বিদায়ি বোর্ডের কংগ্রেস এবং সিপিএমের কাউন্সিলারদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রয়োজন। আসন্ন পুর নির্বাচনে জলপাইগুড়ি পুরসভাতে তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতা দখল করবে। আমরা বিদায়ি অভিজ্ঞ কাউন্সিলারদের পাশে পেতে চাই। তাঁদের অভিজ্ঞতা উন্নয়নের কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস।'

অন্যদিকে, রাজ্য কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদারের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস দল ভাঙানোর খেলায় পুনরায় মেতে উঠেছে। কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের বিদায়ি কাউন্সিলারদের তৃণমূল কংগ্রেসে টানার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন শাসকদলের নেতা-কর্মীরা। নির্মলবাবু বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিটি বুথের ফল সাংগঠনিক স্তরে পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যে পুর নির্বাচনকে ঘিরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম নেতৃত্বের সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুর এলাকার আসন সমঝোতা নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দল ভাঙানোর যে চেষ্টা করছে, তা জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে।

এদিকে, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি পুরসভার নির্বাচন নিয়ে বাম-কংগ্রেস জোট তৈরি। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস যতই চক্রান্ত করুক না কেন, জলপাইগুড়িতে জোট অক্ষত থাকবে।' পুর নির্বাচনে জলপাইগুড়িতে জোট অভাবনীয় সাফল্য পাবে বলেই তাঁদের আশা।

## উন্নীতকরণ

**জলপাইগুড়ি, ১৩ মে :** জলপাইগুড়ি ডাকবিভাগের পরিকাঠামোর বিকাশ ঘটাল কেন্দ্রীয় সরকার। জলপাইগুড়ি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিসকে সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিসে উন্নীত করা হল। এই অফিসের আওতায় জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা পোস্ট অফিস যেমন রয়েছে, তেমনই আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া, জটেশ্বর এবং ফালাকাটাকে যুক্ত করা হয়েছে। সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে বৃহস্পতিবার যোগ দিয়েছেন অমলকৃষ্ণ ঘোষ। ডাক পরিষেবার মানকে আরও উন্নত করাই লক্ষ্য বলে অমলবাবু জানান।

# ফের কোভিড হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ সংক্রামিত

**জলপাইগুড়ি, ১৩ মে :** সকাল থেকে একাধিকবার ফোন করার পরেও মোবাইল ধরেননি। সন্দেহ হওয়ায় সোজা হাসপাতালে এসে জিজ্ঞাসা করার পরে বলা হয়, ওই নামের রোগীকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরেও খোঁজ মেলেনি জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতালে ভর্তি থাকা মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির খরপাড়ার বাসিন্দা নকুরু রায়ের। শেষমেশ তাঁর ভাই ধীনেশ্বর রায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার ফের জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতাল থেকে রোগীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে। যদিও এবার নিরাপত্তা এবং নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর জানিয়েছেন।

বুধবার বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের কোভিড হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান বেলাকোবার বাসিন্দা করোনা সংক্রামিত ৮০ বছর বয়সি সুধীর সরকার। যদিও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীদের নজরে আসায়, তাঁকে ফের হাসপাতালে ফেরত পাঠানো হয়। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের কোভিড হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজের ঘটনা ঘটে।

এদিন বাতাবাড়ির খরপাড়ার বাসিন্দা ধীনেশ্বর রায় বলেন, 'দাদার করোনা হওয়ায় ১১ তারিখ রাতে দাদাকে মেটেলি আইটিআই সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের কোভিড হাসপাতালে রেফার করা হয়। ওই রাতেই দাদাকে নিয়ে এসে ভর্তি করি। দাদা ভালোই ছিল। ১২ তারিখ বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছিলাম। হাসপাতালের বারান্দায় বসে সেই খাবার খায়। ওই দিন রাতে ফোনে

**জলপাইগুড়ি**

কথাও হয়। কিন্তু আজ সকালে ফোন করলে দাদা ফোন ধরেনি। সন্দেহ হওয়ায় ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে জলপাইগুড়ি চলে আসি। হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করতেই বলা হয়, রোগীকে পাওয়া যাচ্ছে না। দাদার ফোনটাও হাসপাতালের বেডে পড়ে রয়েছে। তাছাড়া বেডের নীচে রক্ত পড়ে থাকতে দেখেছি।'

রোগীর পরিবারের বক্তব্য, কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে সেখান থেকে বলা হয়, রোগী নিখোঁজের বিষয়ে হাসপাতাল আগেই অভিযোগ করেছে। ধীনেশ্বরবাবু বলেন, 'এরপরে আমরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে একটি অভিযোগপত্র দিয়েছি।'

বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে দুটি গেটের মধ্যে একটি সবসময় বন্ধ রাখা হয়। অন্যটিতে নিরাপত্তাকর্মীরা থাকেন। তার পরেও এমন ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। এ ব্যাপারে জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'এদিন সকালে বিষয়টি নজরে আসার পরেই কোতোয়ালি থানাকে জানানো হয়েছে। তাছাড়া রোগী বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা আটকাতে এবার থেকে প্রতিটি প্রবেশপথ আটকে দেওয়া হবে। রোগীদের পরিজনদের জন্য গেট পাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

এদিকে, এখন হাসপাতালের তরফে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও দাদার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ধীনেশ্বরবাবু। তিনি বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে বিষয়টি সকালেই তাদের নজরে আসে। তাহলে পরিবারকে কেন জানানো হল না। ফোনে না পেয়ে সন্দেহ হওয়ায় এখানে আসার পরে আমরা জানতে পারি।' এদিন বিকেল ৬টা পর্যন্ত দাদার কোনও খোঁজ পাননি বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, জেলাতে কোভিড পরিস্থিতি এবং কোভিড হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে জরুরি বৈঠক করে জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, কোভিড হাসপাতালে পরিকাঠামো এবং চিকিৎসাধীন রোগীদের খাবার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে।'

*নিখোঁজ করোনা সংক্রামিতের খোঁজে সুপারের দ্বারস্থ পরিবার। ছবি : সমীর*

## দখলদারি হটাতে উদ্যোগ

**শিলিগুড়ি, ১৩ মে :** স্টেশন ফিডার রোডে (এসএফ রোডে) পূর্ত দপ্তরের জমি দখলের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসল শিলিগুড়ি পুরনিগম। ইতিমধ্যেই ওই রাস্তায় দখলদারদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। অবৈধভাবে তৈরি তিনটি হোটেলকেও নোটিশ ধরানো হয়েছে। দ্রুত দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

স্টেশন ফিডার রোডের দু'ধারে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দীর্ঘদিন ধরে দখল চলছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও টিন দিয়ে জায়গা ঘিরে দোকান তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয়। পুরনিগমের কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া বলেন, 'তিনদিনে তিনটি দোকানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমরা রাস্তার একটি ধার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করতে শুরু করেছি। আইনানুগ প্রক্রিয়া চলবে।'

## ধর্ষণের অভিযোগ

**শিলিগুড়ি, ১৩ মে :** শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বাড়িভাসা রামনগর এলাকায় দুই বোনকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার স্থানীয়রা অভিযুক্ত এক যুবকের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, ওই দুই বোনের মধ্যে একজন নাবালিকা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার ওই দুই বোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় পবন অধিকারী এবং ভোলা শাহ ওই দুই বোনকে একটি ফাঁকা বাড়িতে ডাকে। এরপরই ওই যুবকরা দুই বোনকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে ওই যুবকরা পলাতক। বিষয়টি নিয়ে বুধবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। দুই বোনকে এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, ঘটনার পর অভিযুক্তরা দুই বোনের বাড়ির লোকজনকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্ত দুই যুবক বাড়িভাসা এলাকায় রেললাইনের পাশে বসে নেশার সামগ্রী বিক্রি করত। এলাকায় জুয়ার আড্ডা চালাত। এদিন ক্ষিপ্ত জনতা সেই জুয়ার আড্ডায়ও ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পর থেকে এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে অভিযুক্ত দুই যুবককে দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবি তোলা হয়েছে।

## স্মারকলিপি

**জলপাইগুড়ি, ১৩ মে :** বৃহস্পতিবার দুয়ারে ভ্যাকসিন চালু করার দাবি জানিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস। সেইসঙ্গে বয়স্কদের বাড়ি গিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়া, কোভিড হাসপাতাল এবং সিসিইউর শয্যা বাড়ানো, সচেতনতা প্রচার সহ একাধিক দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন জেলা কংগ্রেসের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে জেলা কংগ্রেস সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। লিফলেটে বেশ কিছু সদস্যের ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে। প্রয়োজনে ফোন করলেই তাঁরা পৌঁছে যাবেন। একইভাবে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রশাসনের সঙ্গে রয়েছি।'

# দোকান খোলার খবর পেয়ে অভিযান পুলিশের

**ময়নাগুড়ি, ১৩ মে :** বৃহস্পতিবার আংশিক লকডাউন না মানায় ময়নাগুড়ি বাজারে অভিযান চালাল পুলিশ। এদিন অনেকেই লকডাউন উপেক্ষা করে দোকানপাট খোলা রেখে ব্যবসা করছিলেন। অনেককে মাস্ক ছাড়াও ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে। ফল ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, বড় ফলের দোকানগুলি বন্ধ রাখলেও বাজারে কিছু খুচরো ফল বিক্রেতা ফল বিক্রি করছিলেন। এরপর বড় ফল

**ময়নাগুড়ি**

বিক্রেতারা ময়নাগুড়ি থানায় মৌখিক অভিযোগ জানান। তারপরই বিশাল পুলিশবাহিনী বাজারে অভিযান চালিয়ে দোকানপাট বন্ধ করে দেন। বাজারে পুলিশের অভিযান দেখে দোকানপাট বন্ধ করতে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। অনেকে দোকান ছেড়ে পালিয়ে যান। তার মধ্যেও পুলিশ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নাম এবং মোবাইল ফোনের নম্বর সংগ্রহ করেছে। এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ি থানার আইসি ভূষণ ছেত্রী বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের আওতায় মামলা রুজু করেছি।'

ব্যবসায়ীদের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা আংশিক লকডাউন অমান্য করে দোকানের ঝাঁপ খুলে চুপিসারে ব্যবসা করছিলেন। ক্রেতাদের অনেকে মাস্ক ছাড়া বাজারে ঘোরাফেরা করছিলেন। ইতিমধ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের নিয়ে কয়েক প্রস্থ সভা হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছি। এরপর প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করলে সেক্ষেত্রে আমরা দায়ী থাকব না।' বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুকুমার সাহার বক্তব্য, ব্যবসায়ীদের একাংশ ঝাঁপ বন্ধ করে বসে থাকেন। ক্রেতা এলে ঝাঁপ তুলে সামগ্রী দেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।' যদিও ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সজল বিশ্বাস নির্ধারিত সময় অনুযায়ী দোকানপাট খোলা রাখার কথা বারবার বলছেন।

এদিন মাস্ক ছাড়াই বাজারে ঘুরছিলেন অনিতা দাস। মাস্ক না পরার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন, 'মাস্ক নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি। এমন ভুল আর হবে না।'

# বাড়িতেও মাস্ক ছাড়া প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

**শিলিগুড়ি, ১৩ মে :** অফিস-কাছারি হোক, কিংবা দোকান-বাজার, 'মাস্ক ছাড়া প্রবেশ নিষেধ'- এই নোটিশ সকলেই দেখেছেন। কিন্তু কারও বাড়িতে ঢুকতে গেলেও যে এখন থেকে মাস্ক পরে ঢুকতে হবে, এমন খবর রাখেন কি? শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে কারও বাড়িতে ঢুকতে গেলে আপনাকে মাস্ক পরতেই হবে। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তাঁদের বাড়ির গেটে এমন নির্দেশিকা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাতে স্পষ্ট করে লেখা, বাড়িতে ঢুকতে গেলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক।

ওয়ার্ডের মিলনপল্লির বাসিন্দা কৌশিক দাসের কথায়, 'বাড়িতে অনেকে আসেন। সবাই যাতে মাস্ক পরে আসেন, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতেই বাড়ির সামনে এই বোর্ড লাগানো হয়েছে। শুধু আমার পরিবার বলেই নয়, যাঁরা আসবেন, তাঁদের সুস্বাস্থ্যের দিকটাও বিবেচনাযোগ্য। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মাস্ককে নিজেদের সঙ্গী করে নিতে হবে।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অশোক আগরওয়াল বলেন, 'অনেকে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও করোনা সংক্রামিত হচ্ছেন। যার বড় কারণ মাস্কের প্রতি অনীহা। ভ্যাকসিন নিলেও মাস্ক পরতে হবে, একথা চিকিৎসকরা বারবার বলছেন। তাই কেউ মাস্ক ছাড়া এলে ঢোকার আগেই তাঁদের হাতে মাস্ক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি। বাড়িতে ঢোকার মুখে নোটিশ বোর্ড দেখেও অনেকে সচেতন হয়ে মাস্ক পরছেন।'

ওয়ার্ডবাসীর বক্তব্য, মাঝে সংক্রমণের হার কিছুটা কমার পর অনেকেই মাস্ক পরা বা শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার মতো বিষয়গুলি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। যার ফল আজ ভুগতে হচ্ছে। তাই অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেলেও গেট থেকে এই মাস্ক পরার বোর্ড খোলা হবে না বলেই জানিয়েছেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

# দীর্ঘসময় পড়ে রইল বৃদ্ধের দেহ

**ধূপগুড়ি, ১৩ মে :** পরিবারের একজন করোনা সংক্রামিত। এই ভয়ে ভোর থেকে দুপুর গড়াতে চললেও এগোলেন না প্রতিবেশীরা। সৎকারের অপেক্ষায় বাড়ির উঠোনে দীর্ঘসময় পড়ে রইল মৃতদেহ। ঘটনাটি ধূপগুড়ি পুর এলাকার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়ায় ঘটেছে।

এদিন ভোরে স্থানীয় বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সি পঞ্চানন ঘোষকে তাঁর বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখেন পরিবারের লোকেরা। পরিবারে মৃত ব্যক্তি ছাড়াও রয়েছেন তাঁর দুই ছেলে এবং স্ত্রী। তাঁর বড় ছেলে দেবরাজ ঘোষ চলতি মাসের ৫ তারিখ করোনা পরীক্ষা করান। ৮ তারিখ তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সেই থেকে গোটা পরিবার গৃহবন্দি ছিল। সংক্রামিত যুবক বাড়িতেই আলাদা থাকছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থাও এখন স্থিতিশীল।

পরিবার সূত্রে খবর, দিনতিনেক আগে পঞ্চাননবাবু ঘরেই মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এছাড়া গত দশ বছর থেকে তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। এদিন ভোর ছয়টা নাগাদ পরিবারের লোকেরা তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখেন। করোনা সংক্রামিত বড় ছেলে ঘর থেকে না বেরোতে পারায় স্ত্রী এবং ছোট ছেলে মিলে প্রয়াত বৃদ্ধের দেহ বাড়ির উঠোনে বের করেন। পরিবারের একজনের করোনা হওয়ায় আতঙ্কেই প্রতিবেশীরা কেউ ওই পরিবারের কাছে ঘেঁষেননি। উলটে এলাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে করোনাতেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের। এর ফলে তাঁর সৎকার নিয়ে সমস্যা শুরু হয়। শেষে এলাকাবাসীর সঙ্গে কয়েক দফায় কথা বলে পুরসভার শববাহী গাড়িতে মৃতদেহ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন স্থানীয় কাউন্সিলার অরূপ দে। মৃতদেহের করোনা পরীক্ষার করানোর চেষ্টা হলেও ধূপগুড়িতে পরিকাঠামো না থাকায় সেটা করা সম্ভব হয়নি। শেষে প্রয়াত ব্যক্তির ছোট ছেলে এবং হাতেগোনা কয়েকজন আত্মীয়ের উপস্থিতিতে এদিন দুপুরে ধূপগুড়ি মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ে প্রয়াত ব্যক্তির বড় ছেলে দেবরাজ ঘোষ বলেন, 'স্থানীয় কাউন্সিলার আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে এলাকার মানুষের ভুল ভাবনার সঙ্গে লড়াই না করলে আজ বাবাকে দাহ করতে পারতাম কি না জানি না। আক্ষেপ একটাই যে, বিপদের সময় প্রতিবেশীরাই ভুল বুঝে দূরে সরে রইলেন।'

ওই ব্যক্তির দাহ করা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার অরূপ দে বলেন, 'গত মাসে আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও করোনা সংক্রামিত হয়েছিলাম। ওই পরিবারটির কী পরিস্থিতি তা বুঝি। তবে এলাকায় একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছিল, যা আলোচনার মাধ্যমে প্রশমিত না করে দাহকাজের উদ্যোগ নিলে শান্তিশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা হতে পারত বলে মনে হয়েছিল। তাই পুরসভার তরফে ব্লক স্বাস্থ্য প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেই দাহকাজ করা হয়েছে। এতে কিছুটা দেরি হয়েছে তবে সমস্যা হয়নি। পুরসভা এবং আমরা সবাই প্রতিটি সংক্রামিত পরিবারের পাশে রয়েছি। সেইসঙ্গে সবাইকে অনুরোধ করব, গুজবে কান না দিয়ে প্রতিবেশীর বিপদে এগিয়ে যান।'

# কমেছে যাত্রী মাথায় হাত টার্মিনাসের ফেরিওয়ালাদের

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৩ মে :** ভোর থেকে টার্মিনাসে আসা যাত্রীরাই অজয় দাস, অরুণ বর্মনদের 'ভগবান'। তাঁদের হাতে থাকা ঘড়ি, ব্যাটারি, হেডফোনের দিকে কোনও যাত্রীর নজর পড়লেই বাড়িতে ভাত ফোটানোর স্বপ্ন দেখেন তাঁরা। টার্মিনাসে হকারি করে এতদিন সংসার চালিয়ে এলেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তাঁদের পেটের ভাত কেড়ে নিয়েছে। আংশিক লকডাউন ও করোনার আতঙ্কেই বিপর্যস্ত জনজীবন। কার্যত শুনসান টার্মিনাস। আর টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকা ফাঁকা বাসগুলির সামনে বৃথা আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা।

কথা বলতে গেলেই পেটের টানের কথাই অজয়দের মুখে উঠে আসছে। বর্তমানে পরিস্থিতিতে ঘড়ি, পাওয়ার ব্যাংক কিংবা চিনা বাদাম বিক্রি হওয়া কার্যত দিবাস্বপ্নের মতো। তাই বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কেউ কেউ পণ্য বদলে হাতে তুলে নিয়েছেন

*বাস টার্মিনাসে ক্রেতার অপেক্ষায় হকাররা।*

স্যানিটাইজার বা মাস্ক। কিন্তু কিনবে কে? যাত্রীরাই তো আসছেন না।

শিলিগুড়ি শহরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার যোগাযোগের ক্ষেত্রে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। টার্মিনাসে বেসরকারি ও সরকারি দুটো স্ট্যান্ড রয়েছে। নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় ১০০টি বাস যাতায়াত করছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ২০০টি বাস যাতায়াত করছে। শুনসান সেই টার্মিনাসেই সংসার চালানোর রসদ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন বিবেক গুপ্ত, পবিত্র রায়রা।

টার্মিনাসের আশপাশের কুলিপাড়া, গুরুংবস্তির বাসিন্দা বিবেক, পবিত্রদের মতো ৪০টি পরিবারের সংসার চালানোর উপায় টার্মিনাসের উপরই নির্ভরশীল। গুরুংবস্তির বাসিন্দা পরিতোষ দাস বলেন, 'এখন একশো টাকাও নিয়ে যেতে পারছি না। বাড়িতে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে।' কুলিপাড়ার বাসিন্দা অশোক দাস টার্মিনাসে বাদাম, ছোলা বিক্রি করে সংসার চালান। তিনি বলেন, 'বাড়িতে এক মেয়ে, স্ত্রী, মা ও বাবা রয়েছে। সবার পেটে ভাত জোগাতে এই ছোলা, বাদামই ভরসা। এখন যে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। পথে বসে যাওয়ার মতো অবস্থা।' বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ঘড়ির বদলে হাতে স্যানিটাইজার, মাস্ক তুলে নিয়েছেন মহম্মদ আলম। অজয় দাস বলেন, 'ভগবানের কাছে অনুরোধ, ফের টার্মিনাস যেন আগের মতন গমগম করে।'